ফর্ম নং- ২১

(বাংলাদেশ ফর্ম নং ১০৪১)

নিলাম ইস্তেহার

(বিধি - ৪৬ দ্রষ্টব্য)

প্ৰাপক :

সার্টিফিকেট নং……… ১৯……..এতদ্বারা নোটিস দেয়া যাচ্ছে যে ১৯১৩ সনের সরকারি বকেয়া দাবি আদায় আইনের ২নং তফসিলের ৪৪ বিধি এবং আমার প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি পার্শ্বে উল্লেখিত সার্টিফিকেট কেসে দাবিদার দাবি হাল নাগাদ খরচ এবং সুদসহ টাকা………. ।

সার্টিফিকেট দাবিদার…………. ।

সার্টিফিকেট দেনাদার…………. ।

নিলাম বিক্রি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং সম্পত্তি তফসিলের বর্ণনা মোতবেক উপরে বর্ণিত সার্টিফিকেট দেনাদারের নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রি হবে ।

কোনো স্থগিত আদেশ না হলে নিলাম অনুষ্ঠান করবেন জনাব………।

মাসিক নিলাম……. তারিখে……..সময়…….স্থান।

উপরে বর্ণিত ঋণ এবং নিলাম খরচ যদি অর্পন করা হয় অথবা পরিশোধ করা হয় নিলাম অনুষ্ঠানের পূর্বে তাহলে নিলাম অনুষ্ঠান বন্ধ করা হবে । নিলামে সাধারণত জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের মাধ্যমে অংশ গ্রহণে আহবান জানানো যাচ্ছে। নিম্নে বিস্তারিত শর্ত দেয়া হলো -

**নিলামের শর্ত**

১। নিম্ন তফসিল বর্ণিত বিবরণ সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে । ইস্তেহারে কোনো ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তার জন্য সার্টিফিকেট অফিসার জবাবাদিহি করতে বাধ্য নন ।

২। নিলামের বিড বর্ধিত করণের স্তর সম্পর্কে নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন । নিলামের অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো মতদ্বৈততা দেখা দিলে ইহা পুনরায় নিলাম ডাকে দেয়া হবে ।

৩ । সর্বোচ্চ ডাককারীকে, নিলামের ক্রেতা ঘোষণা করা হবে । তবে শর্ত এই যে তাকে বিধি মোতাবেক নিলাম ডাকের যোগ্য হতে হবে এবং আরও শর্ত এই যে নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা স্ববিবেচনায় সর্বোচ্চ ডাককারীকে নিলাম গ্রহণে বিরত রাখতে পারেন যদি উক্ত মূল্য অপর্যাপ্ত হয় ।

৪। রেকর্ডে কারণ বর্ণনা করে নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা স্ববিবেচনায় ১৯১৩ সনের সরকারি বকেয়া পাওনা আদায় আইনের ২নং তফসিলের ৫০ বিধির শর্ত সাপেক্ষে নিলাম অনুষ্ঠান মুলতবি করতে পারেন।

৫। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লটের মূল্য নিলামের সময় অথবা নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা নিলাম শেষ করার পর যেভাবে নির্দেশ দেন এবং মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ সম্পত্তি পুনরায় নিলাম করতে হবে।

৬। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিকে ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা করার পর অবিলম্বে তিনি মোট মূল্যের ২৫% জমা দিবেন নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাৎক্ষণিকভাবে সম্পত্তি পুনঃনিলাম করতে হবে ।

৭ । নিলাম অনুষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পর পঞ্চদশ দিবসের অফিস ছুটি হওয়ার পূর্বে নিলাম ক্রেতাকে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে ঐ দিন যদি সরকারি ছুটি বা সপ্তাহিক ছুটি হয় তা হলে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে ।

৮। অবশিষ্ট ক্রয় মূল্য অনুমোদিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি পুনরায় নিলাম ইস্তেহার জারি করে পুনঃনিলামে বিক্রি করতে হবে । সার্টিফিকেট অফিসার সমীচিন মনে করলে নিলাম খরচের টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ সরকারের বাজেয়াপ্ত করতে পারেন এবং ব্যর্থ ক্রেতার ঐ সম্পত্তি অথবা ইহার অংশ বিশেষের দাবি বাজেয়াপ্ত হবে ।

কোর্টের সিল দেয়া হলো ।

তারিখ :

সার্টিফিকেট অফিসার

সম্পত্তির তফসিল

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| লট নং | একাধিক দেনাদার হলে প্রত্যেকের নাম এবং নিলামে বিক্রি সম্পত্তির বিবরণ | সম্পত্তিতে আরোপিত রাজস্ব | সম্পত্তিতে যদি কোন দাবি করা হয়ে থাকে এবং সম্পত্তির প্রকৃতি এবং মুল্য সম্পর্কিত বিবরণ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ফর্ম নং – ২২

বাংলাদেশ ফর্ম নং ১০৪২

নিলাম ইস্তেহার প্রকাশ করার জন্য নাজিরকে আদেশ

(বিধি - ৪৬ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক : নাজির,

………………কালেক্টরেট ।

যেহেতু সার্টিফিকেট দেনাদারের এই সঙ্গে সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সার্টিফিকেট কেস নং ....... তারিখ…….. নিলামে বিক্রি তারিখ উক্ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং যেহেতু………তারিখ উক্ত সম্পত্তি নিলাম বিক্রির ইস্তেহার আপনার নিকট হস্তান্তর করা হলো এবং আপনাকে এই মর্মে আদেশ দেয়া যাচ্ছে যে ঢোল সহরত করে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিষয় ইস্তেহার প্রকাশ করতে হবে এবং এক কপি ইস্তেহার সম্পতির প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাতে এবং পরে এক কপি আমার অফিসে টাঙ্গাতে হবে । তারপর ইস্তেহার কত তারিখ এবং কি পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার নিকট রিপোর্ট দিতে হবে ।

তারিখ :

তফসিল

সার্টিফিকেট অফিসার

ফর্ম নং – ২৪

অস্থাবর সম্পত্তির দখলকারীকে সম্পত্তি নিলামে বিক্রি সম্পর্কে নোটিস

(বিধি – ৫৯ (২) দ্রষ্টব্য)

প্ৰাপক :

যেহেতু জনাব …………………. নং …………… তাং সার্টিফিকেট কার্যকরী করার জন্য নিলামের মাধ্যমে ক্রেতা হয়েছেন, আপনাকে ঐ সম্পত্তি………… ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট অর্পন করতে নিষেধ করা হলো ।

কোর্টের সিল দেয়া হলো ।

তারিখ :

সার্টিফিকেট অফিসার